গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট,
ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং-১২.০২.০০০০.০২৩.১৬.০০৪.১২-১৪৬

তারিখ: ০৯/০২/২০১৭ খ্রিঃ

বিষয়: গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ প্রতিবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিস কর্তৃক প্রেরিত টমেটো, কাঁচামরিচ, আলু, বেগুন, সীম, ফুলকপি ও বাঁধাকপি ফসলের উৎপাদন খরচ, বাজার দর, বিপণন ব্যয় ও অন্যান্য তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে উল্লেখিত কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রক্ষেপণ প্রতিবেদনসমূহ আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ৮ কপি

(মো: মাহবুব আহমেদ)
মহাপরিচালক
ফোন:৯১১৪৩১০
E-mail: dg@dam.gov.bd

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে

১। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩। পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৪। উপ-পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা/চট্রগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/রংপুর/সিলেট/বরিশাল বিভাগ।
৫। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য।

কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত প্রতিবেদন ছক

(জাতীয় গড়)

(সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ গড় মূল্য)

ক্র: নং	পণ্যের নাম	উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা (মে:টন)	উৎপাদন ব্যয় (প্রতি কেজি)	কৃষক প্রাপ্ত যৌক্তিক মূল্য (প্রতি কেজি)	যৌক্তিক পাইকারী মূল্য (প্রতি কেজি)	যৌক্তিক খুচরা মূল্য (প্রতি কেজি)	মূল্য বিস্তুতি (প্রতি কেজি)	বাজার পরিস্থিতির মূল্যায়ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	টমেটো	১৪২৭৯৬৯	৬.৫০	৭.৫০-৮.০০	৮.৫০-৯.৫০	১০.০০-১২.০০	৪.৫০	বাজার সরবরাহ পরিস্থিতি সন্তোষজনক। আলোচ্য বছরে কৃষক তাদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করেছে।
২	কাঁচামরিচ	১৫১১৫৫৩	১৫.৮০	১৮.০০-১৯.০০	২০.০০-২৩.০০	২৪.০০-২৯.০০	১০.৭০	
৩	আলু	১০৮১৯২০০	৭.৪০	৮.৫০-৯.০০	১০.০০-১১.০০	১২.০০-১৪.০০	৫.৬০	
৪	বেগুন	৩৪২৭৭৩	৭.৮৪	৯.০০-৯.৫০	১০.০০-১১.০০	১২.০০-১৪.০০	৫.১৬	
৫	ফুলকপি	২৯৭৭১৭	৫.৫৯	৬.৫০-৭.০০	৭.৫০-৮.৫০	৯.০০-১১.০০	৪.৪১	
৬	বাঁধাকপি	২৮৫৫৩১	৪.৩৮	৫.০০-৫.৫০	৬.০০-৭.০০	৭.০০-৯.০০	৩.৬২	
৭	সীম	১৩৫৬৮৯	৮.৬৬	১০.০০-১০.৫০	১১.৫০-১২.০০	১৪.০০-১৫.০০	৫.৮৪	

উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ: টমেটো

গত বৎসরের তথ্য, উপাত্ত বিশ্লেষনে দেখা যায় বাংলাদেশে টমেটো উৎপাদনে জমির পরিমান ছিল ১,২৬,৬২৭ একর। একর প্রতি ফলন ১০.৭৪ মে:টন হিসেবে উৎপাদনের পরিমান ছিল ১৩,৬০,২০৫ মে: টন এবং কৃষক পর্যায়ে কেজি প্রতি গড় মূল্য ১২.০৮ টাকার বিপরীতে পাইকারী গড় মূল্য ছিল ১৪.৩৩ টাকা এবং খুচরা গড় মূল্য কেজি প্রতি ১৯.৫৮ টাকা।

গত বৎসর উৎপাদনের ধারাবাহিকতায় চলতি বৎসর আশা করা যায় শতকরা ৫ ভাগ জমির পরিমান বৃদ্ধি পেয়ে টমেটো চাষযোগ্য জমির পরিমান আনুমানিক ১,৩২,৯৫৮ একর হতে পারে। আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল্যে সম্ভাব্য উৎপাদনের পরিমান আনুমানিক ১৪,২৭,৯৬৯ মে: টন হতে পারে।

চলতি বৎসর টমেটো উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার বিশ্লেষনে কৃষক পর্যায়ে কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ ৬.৫০ টাকা। সে অনুযায়ী মুনাফা ও বিপণন ব্যয়সহ সম্ভাব্য পাইকারী পর্যায়ে টমেটোর মূল্য কেজি প্রতি ৮.৫০ – ৯.৫০ টাকা এবং খুচরা পর্যায়ে কেজি প্রতি ১০.০০ – ১২.০০ টাকা মূল্য হওয়া যৌক্তিক।

উল্লেখিত মূল্যে কৃষক হতে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত টমেটো ক্রয় বিক্রয় হলে সকলেই যৌক্তিকভাবে লাভবান হবেন বলে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর মনে করে এবং চাষ ও বহুমূখী ব্যবহারের মাধ্যমে টমেটোর উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

এক নজরে টমেটোর বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ

প্রক্ষেপণ	জানুয়ারী'১৭ মাসের গড় বাজারদর
• কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয় ৬.৫০ টাকা। • কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ৭.৫০ – ৮.০০ টাকা (১৫–২০% লভ্যাংশসহ)। (উৎপাদন ব্যয়+পরিবহন ব্যয়+মুনাফা)	১৬.০০
• পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি ৮.৫০ - ৯.৫০ টাকা (১৩-২০% লভ্যাংশসহ)। (ক্রয়মূল্য+বিপণন ব্যয়+মুনাফা)	২১.০০
• খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি ১০.০০ – ১২.০০ টাকা (২০-২৫% লভ্যাংশসহ)। (ক্রয়মূল্য+বিপণন ব্যয়+মুনাফা)	২৭.০০

(যৌক্তিক মূল্য=উৎপাদন খরচ+মূল্য বিস্তৃতি+মুনাফা)

মন্তব্যঃ বিরাজমান বাজার দর পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, কৃষকের টমেটোর উৎপাদন খরচ কেজি প্রতি ৬.৫০ টাকা এবং কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য হওয়া উচিৎ ছিল ৭.৫০-৮.০০ টাকা। কিন্তু জানুয়ারী/১৭ মাসে টমেটোর কৃষক পর্যায়ে গড় বাজার মূল্য কেজি প্রতি ১৬.০০ টাকা যা শতকরা ১০৬% বেশী। পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ৮.৫০ - ৯.৫০ টাকা কিন্তু ব্যবসায়ী বিক্রি করেছে ২১.০০ টাকায় যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ১৩৩% বেশী। খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ১০.০০ - ১২.০০ টাকা কিন্তু বাজারে বিক্রি হয়েছে ২৭.০০ টাকায় যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে গড়ে ১৪৫% বেশী। প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয় যে কৃষক তার উৎপাদিত টমেটো যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ১০৬%, পাইকারী ব্যবসায়ী ১৩৩% এবং খুচরা ব্যবসায়ী ১৪৫% অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় করেছে। বর্ণিতাবস্থায় বলা যায় কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে। এই মুনাফা কৃষককে টমেটো উৎপাদনে উৎসাহিত করবে।
পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয় নিশ্চিতকরণে অধিদপ্তর বাজার মনিটরিং এর পাশাপাশি সাপ্লাই চেইন উন্নীতকরণের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ : কাঁচা মরিচ

গত বৎসরের তথ্য, উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় বাংলাদেশে কাঁচা মরিচ চাষে জমির পরিমান ছিল ৪.৫০৩ লক্ষ একর। একর প্রতি ফলন ৩.২৫৯ মে: টন হিসেবে উৎপাদনের পরিমান ছিল ১৪৬৭৫২৮ মে: টন (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো অফিসে কাঁচা মরিচের তথ্য না থাকায় শুকনা মরিচের তথ্যকে কাঁচা মরিচে রুপান্তর করা হয়েছে) এবং কৃষক পর্যায়ে কেজি প্রতি গড় মূল্য ২৬.০০ টাকার বিপরীতে পাইকারী গড় মূল্য ছিল ৩১.০০ টাকা এবং খুচরা পর্যায়ে গড় মূল্য কেজি প্রতি ৪৪.০০ টাকা।

গত বৎসরের উৎপাদনের ধারাবাহিকতায় চলতি বৎসর আশা করা যায় শতকরা ৩ ভাগ জমির পরিমান বৃদ্ধি পেয়ে কাঁচা মরিচের চাষযোগ্য জমির পরিমান আনুমানিক ৪.৬৩৮ লক্ষ একর হতে পারে। আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূলে সম্ভাব্য উৎপাদনের পরিমান আনুমানিক ১৫১১৫৫৩ মে: টন হতে পারে।

চলতি বৎসর কাঁচা মরিচের উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার বিশ্লেষণে কৃষক পর্যায়ে কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ ১৫.৮০ টাকা। সে অনুযায়ী মুনাফা ও বিপণন ব্যয়সহ সম্ভাব্য পাইকারী পর্যায়ে কাঁচা মরিচের মূল্য কেজি প্রতি ২০.০০-২৩.০০ টাকা এবং খুচরা পর্যায়ে কেজি প্রতি ২৪.০০-২৯.০০ টাকা মূল্য হওয়া যৌক্তিক।

উল্লেখিত মূল্যে কৃষক হতে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত কাঁচা মরিচ ক্রয়-বিক্রয় হলে সকলেই যৌক্তিকভাবে লাভবান হবেন বলে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর মনে করে এবং চাষ ও বহমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে কাঁচা মরিচের উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

এক নজরে কাঁচা মরিচের বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ

প্রক্ষেপণ	জানুয়ারী'১৭ মাসের গড় বাজারদর
• কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয় ১৫.৮০ টাকা।	
• কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ১৮.০০-১৯.০০ টাকা (১৫–২০% লভ্যাংশসহ)। (উৎপাদন ব্যয়+পরিবহন ব্যয়+মুনাফা)	২৪.০০
• পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি ২০.০০-২৩.০০ টাকা (১৩-২০% লভ্যাংশসহ)। (ক্রয়মূল্য+বিপণন ব্যয়+মুনাফা)	২৮.০০
• খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি ২৪.০০-২৯.০০ টাকা (২০-২৫% লভ্যাংশসহ)। (ক্রয়মূল্য+বিপণন ব্যয়+মুনাফা)	৩৬.০০

(যৌক্তিক মূল্য=উৎপাদন খরচ+মূল্য বিস্তৃতি+মুনাফা)

মন্তব্যঃ বিরাজমান বাজার দর পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, কৃষকের কাঁচামরিচ উৎপাদন খরচ কেজি প্রতি ১৫.৮০ টাকা এবং কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য হওয়া উচিৎ ছিল ১৮.০০-১৯.০০ টাকা। কিন্তু জানুয়ারী/১৭ মাসে কাঁচা মরিচ কৃষক পর্যায়ে গড় বাজার মূল্য কেজি প্রতি ২৪.০০ টাকা যা শতকরা ৩০% বেশী। পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ২০.০০-২৩.০০ টাকা কিন্তু ব্যবসায়ী বিক্রি করেছে ২৮.০০ টাকায় যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ৩০% বেশী। খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ২৪.০০ -২৯.০০ টাকা কিন্তু বাজারে বিক্রি হয়েছে ৩৬.০০ টাকায় যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে গড়ে ৩৬% বেশী। প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয় যে কৃষক তার উৎপাদিত কাঁচামরিচ যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ৩০%, পাইকারী ব্যবসায়ী ৩০% এবং খুচরা ব্যবসায়ী ৩৬% অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় করেছে। বর্ণিতাবস্থায় বলা যায় কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে। এই মুনাফা কৃষককে কাঁচা মরিচ উৎপাদনে উৎসাহিত করবে।

পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয় নিশ্চিতকরণে অধিদপ্তর বাজার মনিটরিং এর পাশাপাশি সাপ্লাই চেইন উন্নীতকরণের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ আলু

গত বৎসরের তথ্য, উপাত্ত বিশ্লেষনে দেখা যায় বাংলাদেশে আলু উৎপাদনে জমির পরিমান ছিল ১২.২৫১ লক্ষ একর । একর প্রতি ফলন ৮.৪১০ মে:টন হিসেবে উৎপাদনের পরিমান ছিল ১০৩০৪০০০ মে: টন এবং কৃষক পর্যায়ে কেজি প্রতি গড় মূল্য ১১.৭৩ টাকার বিপরীতে পাইকারী গড় মূল্য ছিল ১৬.৯৩ টাকা এবং খুচরা গড় মূল্য কেজি প্রতি ২০.৩০ টাকা।

গত বৎসর উৎপাদনের ধারাবাহিকতায় চলতি বৎসর আশা করা যায় শতকরা ৫ ভাগ জমির পরিমান বৃদ্ধি পেয়ে আলু চাষযোগ্য জমির পরিমান আনুমানিক ১২.৮৬৪ লক্ষ একর হতে পারে। আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল্যে সম্ভাব্য উৎপাদনের পরিমান আনুমানিক ১০৮১৯২০০ মে: টন হতে পারে।

চলতি বৎসর আলু উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার বিশ্লেষনে কৃষক পর্যায়ে কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ ৭.৪০ টাকা। সে অনুযায়ী মুনাফা ও বিপণন ব্যয়সহ সম্ভাব্য পাইকারী পর্যায়ে আলুর মূল্য কেজি প্রতি ১০.০০ - ১১.০০ টাকা এবং খুচরা পর্যায়ে কেজি প্রতি ১২.০০-১৪.০০ টাকা মূল্য হওয়া যৌক্তিক।

উল্লেখিত মূল্যে কৃষক হতে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত আলু ক্রয় বিক্রয় হলে সকলেই যৌক্তিকভাবে লাভবান হবেন বলে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর মনে করে এবং চাষ ও বহুমূখী ব্যবহারের মাধ্যমে আলুর উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

এক নজরে আলুর বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ

প্রক্ষেপণ	জানুয়ারী'১৭ মাসের গড় বাজারদর
• কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয় ৭.৪০ টাকা। • কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ৮.৫০–৯.০০ টাকা (১৫–২০% লভ্যাংশসহ)। (উৎপাদন ব্যয়+পরিবহন ব্যয়+মুনাফা)	১০.০০
• পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি ১০.০০-১১.০০ টাকা (১৩-২০% লভ্যাংশসহ)। (ক্রয়মূল্য+বিপণন ব্যয়+মুনাফা)	১১.০০
• খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি ১২.০০ – ১৪.০০ টাকা (২০-২৫% লভ্যাংশসহ)। (ক্রয়মূল্য+বিপণন ব্যয়+মুনাফা)	১৪.০০

❖ (যৌক্তিক মূল্য=উৎপাদন খরচ+মূল্য বিস্তৃতি+মুনাফা)

মন্তব্যঃ বিরাজমান বাজার দর পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, কৃষকের আলুর উৎপাদন খরচ কেজি প্রতি ৭.৪০ টাকা এবং কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য হওয়া উচিৎ ছিল ৮.৫০-৯.০০ টাকা। কিন্তু জানুয়ারী/১৭ মাসে আলুর কৃষক পর্যায়ে গড় বাজার মূল্য কেজি প্রতি ১০.০০ টাকা যা শতকরা ১৪% বেশী। পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ১০.০০ -১১.০০ টাকা কিন্তু ব্যবসায়ী বিক্রি করেছে ১১.০০ টাকায় যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ৫% বেশী। খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ১২.০০ - ১৪.০০ টাকা কিন্তু বাজারে বিক্রি হয়েছে ১৪.০০ টাকায় যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে গড়ে ৮% বেশী। প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয় যে কৃষক তার উৎপাদিত আলু যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ১৪%, পাইকারী ব্যবসায়ী ৫% এবং খুচরা ব্যবসায়ী ৮% অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় করেছে । বর্ণিতাবস্থায় বলা যায় কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে । এই মুনাফা কৃষককে আলু উৎপাদনে উৎসাহিত করবে।

পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয় নিশ্চিতকরণে অধিদপ্তর বাজার মনিটরিং এর পাশাপাশি সাপ্লাই চেইন উন্নীতকরণের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ বেগুন

গত বৎসরের তথ্য, উপাত্ত বিশ্লেষনে দেখা যায় বাংলাদেশে বেগুন উৎপাদনে জমির পরিমান ছিল ৭৮৬৬১ একর। একর প্রতি ফলন ৪.১৯ মে:টন হিসেবে উৎপাদনের পরিমান ছিল ৩২৯৫৯০ মে: টন এবং কৃষক পর্যাযে কেজি প্রতি গড় মূল্য ১৩.৩৩ টাকার বিপরীতে পাইকারী গড় মূল্য ছিল ১৯.১৬ টাকা এবং খুচরা গড় মূল্য কেজি প্রতি ২৪.৫০ টাকা।

গত বৎসর উৎপাদনের ধারাবাহিকতায় চলতি বৎসর আশা করা যায় শতকরা ৪ ভাগ জমির পরিমান বৃদ্ধি পেয়ে বেগুন চাষযোগ্য জমির পরিমান আনুমানিক ৮১৮০৭ একর হতে পারে। আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল্যে সম্ভাব্য উৎপাদনের পরিমান আনুমানিক ৩৪২৭৭৩ মে: টন হতে পারে।

চলতি বৎসর বেগুন উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার বিশ্লেষনে কৃষক পর্যায়ে কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ ৭.৮৪ টাকা। সে অনুযায়ী মুনাফা ও বিপণন ব্যয়সহ সম্ভাব্য পাইকারী পর্যায়ে বেগুনের মূল্য কেজি প্রতি ১০.০০ - ১১.০০ টাকা এবং খুচরা পর্যায়ে কেজি প্রতি ১২.০০-১৪.০০ টাকা মূল্য হওয়া যৌক্তিক।

উল্লেখিত মূল্যে কৃষক হতে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত বেগুন ক্রয় বিক্রয় হলে সকলেই যৌক্তিকভাবে লাভবান হবেন বলে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর মনে করে এবং চাষ ও বহমূখী ব্যবহারের মাধ্যমে বেগুনের উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

এক নজরে বেগুনের বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ

প্রক্ষেপণ	জানুয়ারী'১৭ মাসের গড় বাজারদর
• কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয় ৭.৮৪ টাকা।	
• কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ৯.০০-৯.৫০ টাকা (১৫–২০% লভ্যাংশসহ)। (উৎপাদন ব্যয়+পরিবহন ব্যয়+মুনাফা)	১৫.০০
• পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি ১০.০০-১১.০০ টাকা (১৩-২০% লভ্যাংশসহ)। (ক্রয়মূল্য+বিপণন ব্যয়+মুনাফা)	২০.০০
• খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি ১২.০০-১৪.০০ টাকা (২০-২৫% লভ্যাংশসহ)। (ক্রয়মূল্য+বিপণন ব্যয়+মুনাফা)	২৫.০০

❖ **(যৌক্তিক মূল্য=উৎপাদন খরচ+মূল্য বিস্তৃতি+মুনাফা)**

মন্তব্যঃ বিরাজমান বাজার দর পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, কৃষকের বেগুনের উৎপাদন খরচ কেজি প্রতি ৭.৮৪ টাকা এবং কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য হওয়া উচিৎ ছিল ৯.০০-৯.৫০ টাকা। কিন্তু জানুয়ারী/১৭ মাসে বেগুনের কৃষক পর্যায়ে গড় বাজার মূল্য কেজি প্রতি ১৫.০০ টাকা যা শতকরা ৬২% বেশী। পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ১০.০০ -১১.০০ টাকা কিন্তু ব্যবসায়ী বিক্রি করেছে ২০.০০ টাকায় যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ৯০% বেশী। খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ১২.০০ -১৪.০০ টাকা কিন্তু বাজারে বিক্রি হয়েছে ২৫.০০ টাকায় যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে গড়ে ৯২% বেশী। প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয় যে কৃষক তার উৎপাদিত বেগুন যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ৬২%, পাইকারী ব্যবসায়ী ৯০% এবং খুচরা ব্যবসায়ী ৯২% অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় করেছে। বর্ণিতাবস্থায় বলা যায় কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে। এই মুনাফা কৃষককে বেগুন উৎপাদনে উৎসাহিত করবে।

পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয় নিশ্চিতকরণে অধিদপ্তর বাজার মনিটরিং এর পাশাপাশি সাপ্লাই চেইন উন্নীতকরণের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ সীম

গত বৎসরের তথ্য, উপাত্ত বিশ্লেষনে দেখা যায় বাংলাদেশে সীম উৎপাদনে জমির পরিমান ছিল ৫০৬৬৮ একর। একর প্রতি ফলন ২.৬০ মে:টন হিসেবে উৎপাদনের পরিমান ছিল ১৩১৭৩৭ মে: টন এবং কৃষক পর্যাযে কেজি প্রতি গড় মূল্য ১৪.১৬ টাকার বিপরীতে পাইকারী গড় মূল্য ছিল ২০.৯৬ টাকা এবং খুচরা গড় মূল্য কেজি প্রতি ২৬.৫৫ টাকা।

গত বৎসর উৎপাদনের ধারাবাহিকতায় চলতি বৎসর আশা করা যায় শতকরা ৩ ভাগ জমির পরিমান বৃদ্ধি পেয়ে সীম চাষযোগ্য জমির পরিমান আনুমানিক ৫২১৮৮ একর হতে পারে। আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল্যে সম্ভাব্য উৎপাদনের পরিমান আনুমানিক ১৩৫৬৮৯ মে: টন হতে পারে।

চলতি বৎসর সীম উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার বিশ্লেষনে কৃষক পর্যায়ে কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ ৮.৬৬ টাকা। সে অনুযায়ী মুনাফা ও বিপণন ব্যয়সহ সম্ভাব্য পাইকারী পর্যায়ে সীমের মূল্য কেজি প্রতি ১১.৫০ - ১৩.০০ টাকা এবং খুচরা পর্যায়ে কেজি প্রতি ১৪.০০-১৫.০০ টাকা মূল্য হওয়া যৌক্তিক।

উল্লেখিত মূল্যে কৃষক হতে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত সীম ক্রয় বিক্রয় হলে সকলেই যৌক্তিকভাবে লাভবান হবেন বলে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর মনে করে এবং চাষ ও বহুমূখী ব্যবহারের মাধ্যমে সীমের উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

এক নজরে সীমের বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ

প্রক্ষেপণ	জানুয়ারী'১৭ মাসের গড় বাজারদর
• কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয় ৮.৬৬ টাকা। • কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ১০.০০–১০.৫০ টাকা (১৫–২০% লভ্যাংশসহ)। (উৎপাদন ব্যয়+পরিবহন ব্যয়+মুনাফা)	১৬.০০
• পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি ১১.৫০-১৩.০০ টাকা (১৩-২০% লভ্যাংশসহ)। (ক্রয়মূল্য+বিপণন ব্যয়+মুনাফা)	২২.০০
• খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি ১৪.০০ – ১৫.০০ টাকা (২০-২৫% লভ্যাংশসহ)। (ক্রয়মূল্য+বিপণন ব্যয়+মুনাফা)	২৭.০০

(যৌক্তিক মূল্য=উৎপাদন খরচ+মূল্য বিস্তৃতি+মুনাফা)

মন্তব্যঃ বিরাজমান বাজার দর পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, কৃষকের সীমের উৎপাদন খরচ কেজি প্রতি ৮.৬৬ টাকা এবং কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য হওয়া উচিৎ ছিল ৭.৫০-৮.০০ টাকা। কিন্তু জানুয়ারী/১৭ মাসে সীমের কৃষক পর্যায়ে গড় বাজার মূল্য কেজি প্রতি ১০.০০ - ১০.৫০ টাকা যা শতকরা ৫৬% বেশী। পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ১১.৫০ - ১৩.০০ টাকা কিন্তু ব্যবসায়ী বিক্রি করেছে ২২.০০ টাকায় যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ৮০% বেশী। খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ১৪.০০ - ১৫.০০ টাকা কিন্তু বাজারে বিক্রি হয়েছে ২৭.০০ টাকায় যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে গড়ে ৮৬% বেশী। প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয় যে কৃষক তার উৎপাদিত সীম যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ৫৬%, পাইকারী ব্যবসায়ী ৮০% এবং খুচরা ব্যবসায়ী ৮৬% অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় করেছে। বর্ণিতাবস্থায় বলা যায় কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে। এই মুনাফা কৃষককে সীম উৎপাদনে উৎসাহিত করবে।

পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয় নিশ্চিতকরণে অধিদপ্তর বাজার মনিটরিং এর পাশাপাশি সাপ্লাই চেইন উন্নীতকরণের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ ফুলকপি

গত বৎসরের তথ্য, উপাত্ত বিশ্লেষনে দেখা যায় বাংলাদেশে ফুলকপি উৎপাদনে জমির পরিমান ছিল ৪৯৭৪৪ একর । একর প্রতি ফলন ৫.৭০ মে:টন হিসেবে উৎপাদনের পরিমান ছিল ২৮৩৫৪১ মে: টন এবং কৃষক পর্যাযে কেজি প্রতি গড় মূল্য ১০.৩১ টাকার বিপরীতে পাইকারী গড় মূল্য ছিল ১৫.০০ টাকা এবং খুচরা গড় মূল্য কেজি প্রতি ১৯.৬৯ টাকা।

গত বৎসর উৎপাদনের ধারাবাহিকতায় চলতি বৎসর আশা করা যায় শতকরা ৫ ভাগ জমির পরিমান বৃদ্ধি পেয়ে ফুলকপি চাষযোগ্য জমির পরিমান আনুমানিক ৫২২৩১ একর হতে পারে। আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল্যে সম্ভাব্য উৎপাদনের পরিমান আনুমানিক ২৯৭৭১৭ মে: টন হতে পারে।

চলতি বৎসর ফুলকপি উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার বিশ্লেষনে কৃষক পর্যায়ে কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ ৫.৫৯ টাকা । সে অনুযায়ী মুনাফা ও বিপণন ব্যয়সহ সম্ভাব্য পাইকারী পর্যায়ে ফুলকপির মূল্য কেজি প্রতি ৭.৫০ - ৮.৫০ টাকা এবং খুচরা পর্যায়ে কেজি প্রতি ৯.০০ - ১১.০০ টাকা মূল্য হওয়া যৌক্তিক।

উল্লেখিত মূল্যে কৃষক হতে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত ফুলকপি ক্রয় বিক্রয় হলে সকলেই যৌক্তিকভাবে লাভবান হবেন বলে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর মনে করে এবং চাষ ও বহুমূখী ব্যবহারের মাধ্যমে ফুলকপির উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

এক নজরে ফুলকপির বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ

প্রক্ষেপণ	জানুয়ারী'১৭ মাসের গড় বাজারদর
• কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয় ৫.৫৯ টাকা। • কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ৬.৫০–৭.০০ টাকা (১৫–২০% লভ্যাংশসহ)। (উৎপাদন ব্যয়+পরিবহন ব্যয়+মুনাফা)	১২.০০
• পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি ৭.৫০ -৮.৫০ টাকা (১৩-২০% লভ্যাংশসহ)। (ক্রয়মূল্য+বিপণন ব্যয়+মুনাফা)	১৪.০০
• খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি ৯.০০ – ১১.০০ টাকা (২০-২৫% লভ্যাংশসহ)। (ক্রয়মূল্য+বিপণন ব্যয়+মুনাফা)	১৯.০০

(যৌক্তিক মূল্য=উৎপাদন খরচ+মূল্য বিস্তৃতি+মুনাফা)

মন্তব্যঃ বিরাজমান বাজার দর পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, কৃষকের ফুলকপির উৎপাদন খরচ কেজি প্রতি ৫.৫৯ টাকা এবং কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য হওয়া উচিৎ ছিল ৬.৫০-৭.০০ টাকা। কিন্তু জানুয়ারী/১৭ মাসে ফুলকপির কৃষক পর্যায়ে গড় বাজার মূল্য কেজি প্রতি ১২.০০ টাকা যা শতকরা ৭৭% বেশী। পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ৭.৫০ - ৮.৫০ টাকা কিন্তু ব্যবসায়ী বিক্রি করেছে ১৪.০০ টাকায় যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ৭৫% বেশী। খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ৯.০০ - ১১.০০ টাকা কিন্তু বাজারে বিক্রি হয়েছে ১৯.০০ টাকায় যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে গড়ে ৯০% বেশী। প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয় যে কৃষক তার উৎপাদিত ফুলকপি যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ৭৭%, পাইকারী ব্যবসায়ী ৭৫% এবং খুচরা ব্যবসায়ী ৯০% অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় করেছে । বর্ণিতাবস্থায় বলা যায় কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে । এই মুনাফা কৃষককে ফুলকপি উৎপাদনে উৎসাহিত করবে।
পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয় নিশ্চিতকরণে অধিদপ্তর বাজার মনিটরিং এর পাশাপাশি সাপ্লাই চেইন উন্নীতকরণের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ বাঁধাকপি

গত বৎসরের তথ্য, উপাত্ত বিশ্লেষনে দেখা যায় বাংলাদেশে বাঁধাকপি উৎপাদনে জমির পরিমান ছিল ৪৫০৮২ একর । একর প্রতি ফলন ৬.০৯ মে:টন হিসেবে উৎপাদনের পরিমান ছিল ২৭৪৫৪৯ মে: টন এবং কৃষক পর্যাযে কেজি প্রতি গড় মূল্য ৭.০৯ টাকার বিপরীতে পাইকারী গড় মূল্য ছিল ৯.৬৯ টাকা এবং খুচরা গড় মূল্য কেজি প্রতি ১৩.৪৮ টাকা।

গত বৎসর উৎপাদনের ধারাবাহিকতায় চলতি বৎসর আশা করা যায় শতকরা ৪ ভাগ জমির পরিমান বৃদ্ধি পেয়ে বাঁধাকপির চাষযোগ্য জমির পরিমান আনুমানিক ৪৬৮৮৫ একর হতে পারে। আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল্যে সম্ভাব্য উৎপাদনের পরিমান আনুমানিক ২৮৫৫৩১ মে: টন হতে পারে।

চলতি বৎসর বাধাকপি উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার বিশ্লেষনে কৃষক পর্যায়ে কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ ৪.৩৮ টাকা। সে অনুযায়ী মুনাফা ও বিপণন ব্যয়সহ সম্ভাব্য পাইকারী পর্যায়ে বাঁধাকপির মূল্য কেজি প্রতি ৬.০০ - ৭.০০ টাকা এবং খুচরা পর্যায়ে কেজি প্রতি ৭.০০ – ৯.০০ টাকা মূল্য হওয়া যৌক্তিক।

উল্লেখিত মূল্যে কৃষক হতে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত বাঁধাকপি ক্রয় বিক্রয় হলে সকলেই যৌক্তিকভাবে লাভবান হবেন বলে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর মনে করে এবং চাষ ও বহুমূখী ব্যবহারের মাধ্যমে বাঁধাকপির উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

এক নজরে বাঁধাকপির বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ

প্রক্ষেপণ	জানুয়ারী'১৭ মাসের গড় বাজারদর
• কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয় ৪.৩৮ টাকা।	
• কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ৫.০০–৫.৫০ টাকা (১৫–২০% লভ্যাংশসহ)। (উৎপাদন ব্যয়+পরিবহন ব্যয়+মুনাফা)	৮.০০
• পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি ৬.০০ -৭.০০ টাকা (১৩-২০% লভ্যাংশসহ)। (ক্রয়মূল্য+বিপণন ব্যয়+মুনাফা)	১৩.০০
• খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি ৭.০০ – ৯.০০ টাকা (২০-২৫% লভ্যাংশসহ)। (ক্রয়মূল্য+বিপণন ব্যয়+মুনাফা)	১৪.০০

(যৌক্তিক মূল্য=উৎপাদন খরচ+মূল্য বিস্তৃতি+মুনাফা)

মন্তব্যঃ বিরাজমান বাজার দর পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, কৃষকের বাঁধাকপির উৎপাদন খরচ কেজি প্রতি ৪.৩৮ টাকা এবং কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য হওয়া উচিৎ ছিল ৫.০০-৫.৫০ টাকা। কিন্তু জানুয়ারী/১৭ মাসে বাঁধাকপির কৃষক পর্যায়ে গড় বাজার মূল্য কেজি প্রতি ৮.০০ টাকা যা শতকরা ৫২% বেশী। পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ৬.০০-৭.০০ টাকা কিন্তু ব্যবসায়ী বিক্রি করেছে ১৩.০০ টাকায় যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ১০০% বেশী। খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ৭.০০ -৯.০০ টাকা কিন্তু বাজারে বিক্রি হয়েছে ১৪.০০ টাকায় যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে গড়ে ৭৫% বেশী। প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয় যে কৃষক তার উৎপাদিত বাঁধাকপি যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ৫২%, পাইকারী ব্যবসায়ী ১০০% এবং খুচরা ব্যবসায়ী ৭৫% অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় করেছে। বর্ণিতাবস্থায় বলা যায় কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে। এই মুনাফা কৃষককে বাঁধাকপি উৎপাদনে উৎসাহিত করবে।

পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয় নিশ্চিতকরণে অধিদপ্তর বাজার মনিটরিং এর পাশাপাশি সাপ্লাই চেইন উন্নীতকরণের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।